

রাজি হয়ে যায়। মনে হয় যেন কারো হাত ধরে মুক্তি পেতে চায় পুতুল। শেখ হাসিনাও যেনতেন পাত্রের কাছে পুতুলকে বিয়ে দিয়ে মুক্ত হতে চান।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিদেশে বসবাসরত একমাত্র পুত্র জয়কে ফোন করে দেশে এসে বেড়িয়ে যেতে বলেন এবং আসার সময় তার (শেখ হাসিনার) জন্য একটা শাড়ি নিয়ে আসতে বললে পুত্র জয় সরাসরি অস্বীকার করে বলে, ও সব শাড়িটাড়ি আমি আনতে পারব না।

শেখ হাসিনা আবার উপস্থিত সকলকে বলে, দেখ, আমার সন্তান দেখ, আমার জন্য একটা শাড়ি আনতে বললাম। ছেলে আমার সরাসরি না করে দিলো।

মা হিসেবে পুত্র-কন্যার প্রতি শেখ হাসিনার আচার-আচরণে কোনোদিন কোনো ত্রুটি চোখে পড়েনি। বরং মনে হয়েছে মা হিসেবে শেখ হাসিনার তুলনা নেই। তারপরও আশ্চর্যের বিষয়! শেখ হাসিনার প্রতি তার পুত্র-কন্যার কেন এরকম আচরণ?

রাজাকারের ছেলের সাথে বিয়ে দিব না

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার কন্যা পুতুলের বিয়ে ঠিক করলে, ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়িতে শেখ হাসিনার স্বামী ডঃ ওয়াজেদ মিয়া এসে ক্ষিপ্ত হয়ে শেখ হাসিনাকে বলতে লাগলেন, মেয়ে কি তোমার একার? মেয়ে কি আমার না? তুমি রাজাকারের ছেলের কাছে আমার মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছ? রাইফেল হাতে নিয়ে যে রাজাকারগিরি করেছে, মুক্তিযোদ্ধা মেরেছে, তার ছেলের সঙ্গে আমি কিছুতেই আমার মেয়ে বিয়ে দেবো না। তুমি আমার মেয়েকে ঐ রাজাকারের ছেলের সাথে কিছুতেই বিয়ে দিতে পারবে না।

জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আমি মেয়ে বিয়ে দেবো। পারলে তুমি ঠেকাও।

ডঃ ওয়াজেদ বললেন, তাই বলে তুমি রাজাকারের ছেলের সাথে মেয়ে বিয়ে দেবে?

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, কিসের আবার রাজাকার ফাজাকার? আমার আত্মীয় এটাই বড় কথা। সাথে মরলে আত্মীয়রাই মরে। দেখো নাই ঐ মুক্তিযোদ্ধা ফুজিযোদ্ধারাই আমার বাপ-মা-ভাইদের কীভাবে মেরেছে? আমি আমার মেয়েকে এখানেই বিয়ে দেবো। পারলে তুমি ঠেকাও।

ডঃ ওয়াজেদ মিয়া বললেন, তোমাদের সাথে তো আমি ঠেকাঠেকিতে পারব না। তবে আমি বলে দিচ্ছি আমার মেয়েকে যদি রাজাকারের ছেলের সাথে বিয়ে দেও,

তবে আমি এই বিয়ের সাথে নেই। এই বিয়েতে আমি আসব না। আমি তোমাকে (বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে) অনুরোধ করছি ঐ রাজাকারের ছেলে ছাড়া যেখানে খুশি তুমি মেয়ে বিয়ে দাও, আমি তোমার সাথে থাকব। কিন্তু রাজাকারের বংশের মেয়ে বিয়ে দিলে আমি থাকব না।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার স্বামী ডঃ ওয়াজেদের কথা রাখলেন না। তিনি তার ইচ্ছে মতো রাজাকারের ছেলের সঙ্গেই মেয়ে বিয়ে দিলেন। সত্যি সত্যিই ডঃ ওয়াজেদ কথা পাকাপাকি, পান চিনি, গায়ে হলুদ এবং বিয়ে কোথাও এলেন না। শুধু বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে মিনিট ৩/৪—এর জন্য এসে আবার খালেদা জিয়ার সঙ্গেই চলে গেলেন। তিনি কারো সাথে কোনো কথা বললেন না। কেউ তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলল না।

বিয়ের খুটিনাটি থেকে শুরু করে যাবতীয় যা আয়োজন তার সিংহভাগই করতে হয়েছে আমাদের (প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক অবাঞ্ছিত ঘোষিত এক নম্বর মতিয়ুর রহমান রেন্টু দুই নাম্বার মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু, ময়না)। এর উপর বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এপিএস বাহাউদ্দিন নাসিমের বায়না তো ছিলই। ডেকোরেশনের বিল, বাবুর্চির বিল, খানসামার বকশিস ইত্যাদি যখন যা প্রয়োজন হয়েছে, বাহাউদ্দিন নাসিম তার সব কিছুই আমাদের কাছ থেকেই নিয়েছে।

সব যান, বের হন

বিয়ের অনুষ্ঠানে বিয়ে পড়ানোর জন্য কাজীর সামনে একটি মাইক লাগানো হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা হঠাৎ সেই মাইক দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে আগতদের ঢালাওভাবে ধমকের সুরে বলতে লাগলেন, সব যান বের হন, কি পেয়েছেন? তামাশা পেয়েছেন? এখনই এই জায়গা থেকে চলে যান। নইলে অসুবিধা হবে।

বঙ্গবন্ধু কন্যার মুখে মাইকে এই কথা শুনে উপস্থিত সকলে হতবিস্মল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যায়। এবং অনেকেই আগামাথা না বুঝে অনুষ্ঠান থেকে চলে যেতে শুরু করলে, ময়না তাড়াতাড়ি জননেত্রীর কাছে এই কথার অর্থ কি জানতে চাইলে শেখ হাসিনা বলেন, দাওয়াত ছাড়াই অনেকে এসেছে, তাদের জন্য আমি এই কথা বলেছি। এরপর ময়না নিমন্ত্রিত অতিথিদের অনেককে বুঝাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। অধিকাংশ নিমন্ত্রিত অতিথিই না খেয়ে চলে যায়।

বিয়ের সকল অনুষ্ঠান শেষ। সকলেই চলে গেছে। শুধু বর (জামাই) আর বরের আত্মীয়-স্বজনরা রয়েছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তার কন্যা পুতুলকে বরের

গাড়িতে তুলে দিয়ে ময়নাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। তারপর জননেত্রী শেখ হাসিনা ময়নাকে বললেন, ময়না আজ আর তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না।

বিয়ের অনুষ্ঠানস্থল সংসদ ভবন চত্বর থেকে শেখ হাসিনার সঙ্গে আমাদের একমাত্র সন্তান পাঁচ বছরের স্বর্ণলতাকে সাথে নিয়ে ধানমণ্ডি ৫ নম্বর রোডে শেখ হাসিনার ৫৪ নম্বর বাড়িতে চলে এলাম। বাড়িতে এসে বাইরের কাপড় পাল্টে সবাইকে নিয়ে মাটিতে গোল হয়ে বসে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ময়নাকে বললেন, ময়না তোমরা যা করলে, তোমাদের ঋণ জীবনে শোধ করা যাবে না। কোনোদিন তোমাদের ভুলা যাবে না। কোনোদিন তোমাদের ভুলব না। আমাদের মেয়ে স্বর্ণলতাকে দেখিয়ে বললেন ও তো পেটে থাকতেই আমাকে ভালোবাসে।

অবশ্য এসব কথা বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আজ নতুন বলছেন না। এর আগেও অনেক বার এসব কথা তিনি বলেছেন।

এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা

১০ই জানুয়ারি, ১৯৯৫। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে রাম মোহন দাসের নামে রেজিস্ট্রি করা লাল রঙের নিশান পেট্রোল জিপে করে ফিরে আসছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। তার সঙ্গে তার পাশে বসে আছে তার একজন মাত্র সঙ্গী। ড্রাইভার জালাল গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ি চলছে। ড্রাইভার জালাল বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস করল, আপা মেয়র হানিফ এলো না ফুল দিতে?

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জবাব দিলেন, কে জানে। বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ফুল দেয়ার জন্য ওকে কম ফোন করি নাই। শয়তানটা পাত্তাই দেয় নাই। এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে নিমকহারামটাকে আমি মেয়র বানিয়েছি। তোমরা তো সব জান, সবই দেখেছ, সবই করেছে। কত কষ্ট করেছে আমি। আসলে যে দল থেকে একবার চলে যায় তাকে আর দলে নেয়া উচিত না। ও মেয়র হওয়ার জন্য আমার সাথে বেঈমানি করে স্বৈরাচারী এরশাদকে বাপ ডেকে এরশাদের পার্টিতে চলে গেছিল। সেইখানে ছেক খেয়ে আবার আমার কাছে ফিরে যখন আসলো তখনই বেঈমানটারে নেয়া উচিত ছিল না। কিন্তু কি যে হইলো। কি মনে করে যে আবার নিলাম। শয়তানটা আমার সাথে এত বড় বেঈমানি করবে বুঝতে পারি নাই। বুঝতে পারি নাই। বুঝলে কি আর এই কাম করি।

নেত্রী এখন নামাজ পড়ছেন

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ১৯৯৪ সালের শেষ মুহূর্তে ধানমণ্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বরের বাড়িতে উঠেই, ১৯৯৫ সালের জানুয়ারির প্রথম থেকেই জোরসোরভাবে লাগাতার আন্দোলন-সংগ্রাম, হরতাল, পদযাত্রা ইত্যাদি শুরু করলেন। দুপুর দুটায় টঙ্গী থেকে মহাখালী পর্যন্ত পদযাত্রা শুরু হলো। অর্থাৎ টঙ্গী থেকে সবাই পায়ে হেঁটে মহাখালী যাবেন। মহাখালীতে মঞ্চ তৈরি করা আছে, পদযাত্রা শেষে এই মঞ্চ থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভাষণ দেবেন। শেখ হাসিনার তার বেতনভুক্ত ব্যাগ বহনকারী রাম মোহন দাস এর নামে রেজিস্ট্রেশন করা লাল রঙের নিশান পেট্রোল জিপে করে বাকি সব নেতাকর্মী সবাই পায়ে হেঁটে টঙ্গী থেকে মহাখালীর দিকে রওয়ানা হলো। প্রায় পাঁচ সাত হাজার লোকের পদযাত্রা। পদযাত্রায় অংশ নেয়া ৫/৭ হাজার লোকের ঠিক মাঝখানে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জিপে করে পদযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছেন। পদযাত্রার মাঝে মাঝে গোটা বিশেক রিকশায় মাইক বেঁধে নানা ধরনের শ্লোগান দেয়া হচ্ছে। জানুয়ারি মাস, শীতের বেলা। হাঁটতে খুব একটা খারাপ লাগছে না। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হবে হবে। হঠাৎ একটি মাইকে বলা হলো জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এখন আসরের নামাজ পড়ছেন। সঙ্গে সঙ্গে সবগুলো মাইক থেকে বলা শুরু হলো জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা এখন আসরের নামাজ পড়ছেন। ঘড়িতে তখন সোয়া তিনটা বাজে।

প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমেদ (বর্তমানে শেখ হাসিনার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী) বললেন, আরে থামো থামো, এখনো আসর ওয়াক্তই হয় নাই। একটু পরে বলো।

এই কথা শুনে সব নেতারা হাসাহাসি শুরু করলেন। এদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা নিশান পেট্রোল জিপের বড় বড় জানালার গ্লাস খুলে নামাজ পড়তে শুরু করলেন। আর পদযাত্রার হাজার হাজার পুরুষ লোক জিপ গাড়ি ঘিরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নামাজ পড়া দেখতে লাগল। নামাজ শেষ হয়ে গেল কিন্তু মাইকে নামাজ পড়ার প্রচার শেষ হলো না। প্রায় এক ঘন্টারও বেশি সময় গোটা বিশেক মাইকে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা নামাজ পড়ছেন প্রচার করা হলো।

অন্য আর একদিন মোহাম্মদপুর থেকে পদযাত্রা শুরু হয়ে গুলশান আমেরিকান এম্বাসির সামনে গিয়ে বাডডায় গিয়ে শেষ হবে। পদযাত্রা শুরু হলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ডেকে বললেন, নামাজের ওয়াক্ত হওয়ার পরে যেন মাইকে বলা শুরু করে। ওয়াক্তের আগে যেন বলা শুরু না করে।

এবার মাইকম্যানদের আগেভাগেই জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ জানিয়ে দেয়া হলো এবং আজ নামাজের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পরই মাইকে প্রচার শুরু হলো।

নেত্রীও যথারীতি নিশান পেট্রোল জিপের জানালা খুলেই নামাজ আদায় করলেন। হাজার হাজার পুরুষ মানুষও জিপ ঘিরে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নামাজ আদায় দেখল। পদযাত্রা শেষে বঙ্গবন্ধু কন্যা তার ৫ নম্বর ধানমণ্ডি রোডের বাসায় গেলে তার এক সঙ্গী বলল, আপা (শেখ হাসিনা) আপনি নামাজ পড়তে থাকলে মানুষ ভীড় করে আপনাকে দেখতে থাকে, এতে নামাজ নষ্ট হয়। আপনি নিশান পেট্রোল জিপে পর্দা লাগিয়ে নেন।

উত্তরে শেখ হাসিনা বললেন, না পর্দা লাগালে জিপের ডিসেন্সি থাকে না।

তখন ঐ সঙ্গী বলল, তাইলে আপা আপনি জিপে বড় একটা চাদর রাখবেন, যখন নামাজ পড়বেন আমরা তখন ঐ চাদর দিয়ে জিপটা ঘিরে রাখব। যাতে আপনার নামাজ পড়া কেউ দেখতে না পারে।

জননেত্রী বললেন, না তোমরা তো সব ভাইয়ের মতো, চাদর লাগবে না।

আমার সাথে বেঈমানি করেছে

এর তিন দিন পড়ে কাঁচপুর থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত পদযাত্রা। এই পদযাত্রায়ও ঐ একই মাইক, একই নামাজ, একই পুরুষ মানুষের ঘিরে দেখা। এই পদযাত্রায় যোগ দিয়েছিল নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ হানিফ। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নিশান পেট্রোল জিপের পাশে হাঁটতে হাঁটতে নোয়াখালী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ হানিফ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞেস করলেন, নেত্রী আমার মিতাকে দেখছি না?

নেত্রী বললেন, কোন মিতা?

জেলা সভাপতি বললেন, নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ঢাকার মেয়র মোঃ হানিফকে দেখছি না?

সভানেত্রী রেগে বলে উঠলেন, জানেন না, কুত্তার বাচ্চাটা আমার সাথে বেঈমানি করেছে। নিমকহারামি করেছে। ওরে আমি এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে মেয়র বানিয়েছি। আর কুত্তার বাচ্চাটা আমার সাথেই বেঈমানি করেছে। ও (ঢাকার মেয়র হানিফ) এখন প্রতিদিন খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করে। দিনে তিন-চার বার খালেদা জিয়ার সাথে ফোনে কথা বলে। আর আমি খবর দিলেও আসে না। ফোন করলেও ধরে না। সময় এলে এই বেঈমানদেরও শিক্ষা দিতে হবে। বুঝলেন, এই বেঈমানদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। আপনারা প্রস্তুত হন।

আমি খাইছি

জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সারা দেশে লাগাতার তিনদিন হরতাল দিয়েছেন। দোকানপাট খুলবে না, অফিস-আদালত, কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ

চলবে না, গাড়ির চাকা ঘুরবে না। আগাম তিন দিনের হরতালের ঘোষণা পাওয়ায় ঢাকা শহরের প্রায় অর্ধেক মানুষ শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। হরতালের প্রথম দিনেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বাড়ির (ধানমণ্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নম্বর বাড়ি) মাটির নিচের পানির ট্যাক্সি (রিজার্ভার) থেকে ছাদের উপরের ট্যাক্সিতে পানি তোলার মটর নষ্ট হয়ে গেলে হরতালের দ্বিতীয় দিনে রাত আটটার সময় নবাবপুর থেকে সিরাজী নামের এক ঢাকাইয়া মটর মেকানিক নিয়ে যাওয়া হয়। মটর মেকানিক সিরাজী মটর দেখে এটা ঠিক করতে একদিন সময় লাগবে এবং মটরটা খুলে নিয়ে যেতে হবে জানালে তাকে মটর খুলে নিয়ে যেতে অনুমতি দেয়া হলো। মটর মেকানিক সিরাজী আওয়ামী লীগের গোড়া সমর্থক। সে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে একটু সালাম দিতে চাইল। বঙ্গবন্ধু কন্যা দুদিন থেকে মটর নষ্ট হওয়ার কারণে ঠিকমতো গোসল করেননি। তার উপর আজ সারাদিন নিচেই নামেননি। এই পরিস্থিতিতে মেকানিক সিরাজী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে সালাম দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে একটা বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিলো। আবার মেকানিক সিরাজী কষ্ট করে পায়ে হেঁটে এখানে এসেছে। এসব চিন্তাভাবনা করে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বলা হলো মটর মেকানিক আওয়ামী লীগের একজন কর্মী। সে আপনাকে একটু সালাম দিয়ে যেতে চায়। জননেত্রী সালাম নিতে অস্বীকার করলে জননেত্রীকে বলা হলো আপনি সালাম নিলে মেকানিক তাড়াতাড়ি মটর মেরামত করে দিত।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, ওর বাড়ি কোথায়?

ঢাকায়।

ঢাকাইয়া কুড়ি?

জি, খাস ঢাকাইয়া।

ঠিক আছে, দোতালায় ভিআইপি রুমে নিয়ে আসো। আমি হ্যালো বলে দেই।

মেকানিক সিরাজী এসে সালাম দিলো। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বাড়ি কোথায়?

সিরাজী বলল, নবাবপুরে।

বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন, বসেন।

সিরাজী খুবই জড়তার সাথে জড়সড়ো হয়ে বসল। নেত্রী জিজ্ঞেস করলেন, আওয়ামী লীগ করেন বুঝি।

মেকানিক সিরাজী বলল, পাকিস্তান আমল থেকেই আওয়ামী লীগ করি।

এরপর জননেত্রী শেখ হাসিনা একটানে মেয়র হানিফকে কথায় টেনে এনে বললেন, আমি ঢাকাইয়া হিসেবে হানিফকে মেয়র বানালাম, আর হানিফ মেয়র হয়েই আমার সাথে বেঈমানি করল। আপনারা হানিফকে ছাড়বেন না। আমি এক কোটি সাতত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে হানিফকে মেয়র বানিয়েছি। আর সেই হানিফ আমার

সাথে নিমকহারামি করে খালেদা জিয়ার আঁচলের তলে ঢুকেছে। প্রতিদিন খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করে। খালেদার কথামতো আমার আন্দোলনে আসে না। বেঈমান নিমকহারাম। আপনারা তৈরি হন, ওকে উচিৎ শিক্ষা দেবেন। ইত্যাদি বলতে বলতে এক পর্যায়ে মটর মেকানিক সিরাজীকেই আগামী নির্বাচনে হানিফের বিরুদ্ধে মেয়র প্রার্থী করে ফেললেন। তারপরও মেয়র হানিফের বিরুদ্ধে কথা বলা শেষ হলো না। প্রায় ঘন্টাখানেক পার হয়ে গেল। কিন্তু কথা শেষ হলো না। এদিকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার আগেই বলা ছিল যে, কোনো লোকই আমার কাছে এলে কিছুক্ষণ পরেই তোমরা নানা ধরনের কথা বলে তাকে আমার সামনে থেকে তুলে নিয়ে যাবে। আমার (শেখ হাসিনা) এত রূপ গজায় নাই যে, আমি ঘন্টার পর ঘন্টা একজনকে সামনে নিয়ে বসে থাকব। আবার আমি নিজে তো কাউকে বলতে পারি না এখন যান। কাজেই আমার কাছে কেউ এলে তোমরা তাকে নানা কথা বলে উঠিয়ে নিয়ে যাবে। নেত্রীর এই কথা মনে করে মটর মেকানিক সিরাজীকে বলা হলো, আপনি উঠেন, নেত্রী রাতের খাওয়া খাবেন।

সিরাজী উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা কথা থামালেন না। সিরাজী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার বসল। দ্বিতীয় বার আবার সিরাজীকে বলা হলো, আপনি ওঠেন নেত্রী রাতের খাবার খাবেন।

কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যার মেয়র হানিফের বিরুদ্ধে কথা বলা শেষ হলো না। তিনি বলতেই থাকলেন, মেকানিক সিরাজী আবারও বসে পড়ল। বঙ্গবন্ধু কন্যা মেয়র হানিফের বিরুদ্ধে মশগুল হয়ে কথা বলছেন। মিনিট দশেক পরে মেকানিক সিরাজীকে তৃতীয়বার বলা হলো আপনি ওঠেন নেত্রী ভাত খাবেন।

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বলে উঠলেন, আমি খাইছি।

বঙ্গবন্ধুর ৭৬-তম জন্ম উৎসব

১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকের এক বিকেলে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু ভবনে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা চা খেতে খেতে বললেন, এবার আবার জন্ম দিনটা জাকজমকভাবে পালন করতে হবে। মূল অনুষ্ঠান টুঙ্গিপাড়ায় হবে। ঢাকা থেকে অনেক লোকজন নিয়ে যেতে হবে। ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে একটা উপ-কমিটি করতে হবে। আর তোমরা ওকে সাহায্য সহযোগিতা করবে। মোট কথা আবার ৭৬-তম জন্মদিনটা আকর্ষণীয় করে করতে হবে।

১লা মার্চ ১৯৯৫, সন্ধ্যা বেলায় ধানমন্ডি ছয় নম্বর রোডের আওয়ামী ফাউন্ডেশন অফিসে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক বসল। বৈঠকে ওবায়দুল কাদের (বর্তমান যুব ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী) নেতৃত্বে উপ-কমিটি

করে তিন দিনব্যাপী কর্মসূচী নেয়া হল। কর্মসূচীর প্রথম দিন ১৭ই মার্চ টুঙ্গিপাড়ায় সকাল ০৭:০০ টায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে পুষ্পমালা অর্পনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচী শুরু হবে। ঐ দিনের কর্মসূচীর দ্বিতীয় পর্যায়ে সকাল আটটায় শিশু কিশোরদেরকে মিষ্টি বিতরণ। মিষ্টি বিতরণ করবেন জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। এরপর বিকেল তিনটায় গেমাডাঙ্গা হাইস্কুল মাঠে আলোচনা সভা। আলোচনা সভা শেষে লাঠি খেলা। কর্মসূচীর ২য় দিনে অর্থাৎ ১৮ই মার্চ ঢাকায় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে সন্ধ্যা সাতটায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কর্মসূচীর তৃতীয় দিন ১৯ শে মার্চ বিকাল ০৩:০০ তিনটায় বঙ্গবন্ধু অভিনিউ-এ জনসভা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর ৭৬-তম জন্মদিনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর কন্যা শেখ হাসিনার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সকল প্রকার প্রস্তুতি পুরোদমে এগিয়ে চলছে। এবারের টুঙ্গিপাড়া কর্মসূচীতে একটু নতুনত্ব থাকবে। সেই নতুনত্ব হলো ঢাকা থেকে শ'পাঁচেক যুবক টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। এই যুবকদের প্রত্যেককে দেয়া হবে ইউনিয়ন কাপড়ের নতুন ফুল হাতা সাদা শার্ট। এই শার্টের পকেটে এ্যাম্বাডায়রি করে লেখা থাকবে “জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৭৬-তম জন্ম উৎসব।”

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা থেকে আগত অতিথিদের টুঙ্গিপাড়ায় স্বাগত জানানোর জন্য ১৫ই মার্চ, ১৯৯৫ টুঙ্গিপাড়ায় চলে এলেন। ১৬ই মার্চ ওবায়দুল কাদেরের নেতৃত্বে ঢাকা থেকে যুবকরা এলো। তবে পাঁচ শত যুবক ঢাকা থেকে নিয়ে আসার কথা থাকলেও মোটামুটি দুই/তিন শত যুবক ওবায়দুল কাদের নিয়ে এসেছে। সেই সাথে আরো কিছু অতিথি ঢাকা থেকে এসেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আগত সকল অতিথিদের স্বাগত জানালেন। ঢাকা থেকে আগতদের গোপালগঞ্জ সরকারি সার্কিট হাউজ, টুঙ্গিপাড়া উপজেলা কোর্ট ও কার্যালয়সহ বিভিন্ন জায়গায় রাতে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা হলো।

পরদিন ১৭ই মার্চ সকাল ০৭:০০ টার মধ্যে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর মাজার ও বাড়িতে সকলে এসে হাজির হলো। পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিয়ন কাপড়ের ইঞ্জি করা নতুন ফুলহাতা শার্ট পরে ওবায়দুল কাদের প্রায় তিন শত যুবক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল সোয়া সাতটায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে প্রথমই পুষ্পস্তবক অর্পণ করলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা। তারপর অন্যান্য নেত্রীবৃন্দ ও অতিথিগণ। এরপর শিশু-কিশোরদের পুষ্পস্তবক অর্পণ। কিন্তু একমাত্র মিসেস মতিয়ুর রহমান রেন্টু (ময়না)’র একমাত্র কন্যা স্বর্ণলতা ছাড়া অন্য কোনো

শিশু ঢাকা থেকে আসেনি। আর টুঙ্গিপাড়া গ্রাম থেকে যে সকল শিশু-কিশোর মিষ্টি নেয়ার জন্য এসেছে, তাদের সকলেই প্রায় বিবস্ত্র। মাঝে মাঝে যদিও এক আধজনের গায়ে বস্ত্র আছে, তবে সে বস্ত্র এতই ছেঁড়া এবং মলিন যে তা বিবস্ত্র মনে হয়। কাজেই বিবস্ত্র শিশু-কিশোরদের পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে না দিয়ে শিশু-কিশোরদের পক্ষ থেকে একমাত্র সবেধন নীলমণি স্বর্ণলতাকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান—এর মাজারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে হল।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিডিওটা সুন্দর হতো

এরপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের জন্মদিনের দ্বিতীয় কর্মসূচী শিশু-কিশোরদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ। মিষ্টি বিতরণ করবেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা। মাজার থেকে ৩০/৪০ ফুট পশ্চিম-দক্ষিণে শেখ বাড়ির অন্য শরিকের যে উঠান (উঠান মানে গ্রামের ঘরের সামনে খালি জায়গা)। এই উঠানেই দাঁড়িয়ে আছে শতিনেক শিশু-কিশোর। এই উঠানের পশ্চিমে শেখ হাসিনার বংশীয় চাচা শেখ কবিরের ঘর। এই ঘরের বারান্দাকেই মঞ্চ হিসেবে ধরা হয়েছে। এখানে বক্তৃতা দেয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি ভিডিও করা হচ্ছে।

সকাল সাড়ে আটটায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর আদর্শ বাস্তবায়িত করার স্বপ্ন চোখে নিয়ে ভাব-গম্ভীরভাবে ধীর পায়ে শিশু-কিশোরদের মিষ্টি বিতরণ করার জন্য এগিয়ে এলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা। কিন্তু একি! অনুষ্ঠানে উপস্থিত ৩শর মত শিশু-কিশোরের সকলেই প্রায় বস্ত্রহীন। মাঝে মাঝে এক-আধটা শিশু আবার সম্পূর্ণ উলঙ্গ। আর এই অনুষ্ঠানেই ওবায়দুল কাদের সহ ঢাকা থেকে আসা শত শত যুবক সাদা নতুন ফুলহাতা শার্ট পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই শার্টের পকেটেই এ্যমব্রডারি করে লেখা আছে “জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান—এর ৭৬-তম জন্ম উৎসব”।

এই কি বিচার? এই কি বিবেক-বিবেচনা? এই কি ইনসারফ? জাতিক জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর জন্ম উৎসবের এই দিনে, জন্ম উৎসবেই আসা টুঙ্গিপাড়া গ্রাম বাংলার এই দুঃখী বস্ত্রহীন শিশু-কিশোরদের ভাগ্যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম উৎসব উপলক্ষ্যেও কি এক টুকরা নতুন কাপড় জুটলনা?

নিজেকে আর সামলানো গেল না। ওবায়দুল কাদেরকে প্রচণ্ড এক ধমক দিলাম এই বলে যে, মিয়া নিজে তো সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে চাঁদার পয়সায় নতুন জামা গায়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কি হতো দু’একশ জামা এই হতভাগা বস্ত্রহীন শিশুদের জন্য নিয়ে এলে?

ধমক দেয়ার মুহূর্তেই মনে হলো বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা আমার প্রতি খুবই অসম্মত হচ্ছেন, তাই কভার দেয়ার জন্য বললাম, এটলিস্ট ভিডিওটা সুন্দর হত।

সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা খুশি হয়ে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ ভিডিওটা সুন্দর হতো।

এরপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এক টুকরো মিষ্টি পেলেই খুশি হতভাগ্য শিশু-কিশোরদের মাঝে মিষ্টি বিতরণ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের ৭৬-তম জন্ম উৎসবের দ্বিতীয় পর্ব শেষ করলেন।

শেখ হাসিনাকে মিথ্যে বলা

লাগাতার ছয় দিন হরতাল ঘোষণার পর ঐ হরতালের কিছু ছাড় নেয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৯৫ সালের ৮ই নভেম্বর বিকেল ০৩:০০ টায় বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বঙ্গবন্ধু এভিনিউ—এ আওয়ামী লীগ অফিসের ৩য় তলায় সাংবাদিক সম্মেলন করছেন। অফিসের নীচে কিছু সংখ্যক আওয়ামী লীগের কর্মীরা পুলিশের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে রায়ট পুলিশ আওয়ামী লীগের কর্মীদের ধাওয়া করলে কিছু সংখ্যক কর্মী অফিসের ৩য় তলায় চলে আসে এবং ভেতর থেকে কেচি গেটে তালা লাগিয়ে দেয়। রায়ট পুলিশও কর্মীদের পেটাতে পেটাতে অফিসের ৩য় তলায় চলে আসে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ অফিসের ভেতরে রায়ট পুলিশের ঢুকে পড়ার কথা শুনে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হন এবং নাসিমকে বলেন, দেখ তো কোন পুলিশ অফিসার এখানে এসেছিল। এখনই তাদের নিয়ে আস।

বাহাউদ্দিন নাসিম কিছুক্ষণ অফিসের বাইরে কাটিয়ে এসে বলল। আপা, পুলিশেরা সব নেমপ্লেট খুলে এসেছিল।

এই কথা শুনে নজিব আহমেদ বলল হ্যাঁ হ্যাঁ পুলিশেরা তাদের কাঁধ থেকে র‍্যাকও খুলে এসেছিল। আদতে নজিব আহমেদ নজিব নীচে তো যায়ইনি এমনকি যখন পুলিশ অফিসে ঢোকে তাও দেখেনি। আসলে নাসিমের মিথ্যের সাথে তাল মিলিয়ে নজিব নিজের মিথ্যে জুড়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে বুঝিয়ে দিলো আমিও এ্যাকশনে বা কাজে নিয়োজিত আছি। আর নাসিম যেহেতু মিথ্যা বলেছে তাই নজিবের মিথ্যাকেও সমর্থন করে গেল। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এই মিথ্যেকে সত্য বলে ধরে নিলেন এবং পুলিশের আইজির বিরুদ্ধে মামলা করতে বললেন। আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক সিদ্দিকুর রহমান এই ব্যাপারে একটি মামলা করল। মামলাটি বর্তমানে ঢাকা চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বিচারাধীন।

আওয়ামী লীগে সিদ্ধান্তের গুরুত্ব

১৯৯৫ সালে চাঁদপুর পৌরসভার নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে আওয়ামী যুবলীগের এক কর্মী চেয়ারম্যান প্রার্থী হয় এবং যুবলীগের এই কর্মী আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়ে যায়। আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে যুবলীগ কর্মীর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়াকে কেন্দ্র করে ধানমন্ডি ৮ নম্বরে আওয়ামী ফাউন্ডেশন অফিসে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক বসে। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে দলীয় শৃংখলা রক্ষার বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয় এবং বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বলা হয় আওয়ামী লীগের সিদ্ধান্তের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে দলীয় শৃংখলা ভঙ্গ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর বিরুদ্ধে যুবলীগ কর্মীর নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া দলীয় শৃংখলা রক্ষার প্রয়োজনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ। যদিও যুবলীগ প্রার্থী নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পৌরসভার চেয়ারম্যান হয়েছে তবুও তাকে শাস্তি দেয়া অত্যন্ত জরুরী। কেননা সামনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। যুবলীগ কর্মী এবং বর্তমানে চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকে দলীয় শৃংখলা ভঙ্গের অপরাধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দিলে সংসদ নির্বাচনেও অনেকেই আওয়ামীলীগ মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে দলীয় শৃংখলা ভঙ্গ করে প্রার্থী হয়ে যাবে। ইত্যাদি বিস্তারিত আলোচনার পর শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আওয়ামীলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি সর্ব সম্মতিক্রমে যুবলীগ কর্মী চাঁদপুর পৌরসভার নব নির্বাচিত চেয়ারম্যানকে সংগঠন থেকে বহিস্কার করার সিদ্ধান্ত নেয়।

পরদিন সকালে শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ নাসেরের ৪র্থ ছেলে শেখ হেলালের ৪র্থ ভাই ২০/২২ বছরের যুবক শেখ রুবেল ধানমন্ডি ৫ নম্বরে শেখ হাসিনার বাসায় এসে বঙ্গবন্ধু কন্যা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে বলল, আপা তুমি চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকে মালা দিয়ে বরণ করে নেও।

শেখ হাসিনা বললেন, না ওকে বহিস্কার করব। শেখ রুবেল বলল, ও সবাইকে হারাইয়া (পরাজিত করে) চেয়ারম্যান হইছে, ওকে মালা না দিয়া বহিস্কার করবা এইটা তুমি (শেখ হাসিনা) কও কি? জলদি ওরে ডাইকা আইনা গলায় মালা দিয়া মিষ্টি খাওয়াও।

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, দূর গত রাতেই তো আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত নিছে ওকে বহিস্কার করার।

শেখ রুবেল বলল, রাখ তোমার ওয়ার্কিং-ফ্যার্কিং কমিটি। ওয়ার্কিং কমিটি ফর্মিটির কথা তুমি শুইনো না। ওরা জানে কি? বেচারা জিতা আইছে কোথায় বাহবা

দিবা। তানা এমন উল্টা কথা। বড় আপা তুমি চেয়ারম্যান হিসেবে অভিনন্দন পাঠাও। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা বললেন তাইলে এক কাম করি, আগে বহিস্কার করি পরে বহিস্কার প্রত্যাহার করি।

শেখ রুবেল বলল দেখ, আমি তোমারে কইতেছি, এখনই চেয়ারম্যান হিসেবে অভিনন্দন জানাও আর ঢাকা আইনা মিষ্টি খাওয়াইয়া গলায় মালা দেও।

সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, তাইলে তো এখনই জিল্লুর রহমান (আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক) কে বলতে হয়, নইলে আবার বহিস্কারের চিঠি পাঠিয়ে দেবে। এতক্ষণে পাঠিয়ে দিয়েছে কি না কে জানে।

বলেই সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে আওয়ামী লীগের সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমানকে বললেন, শুনের গতকাল রাতে ওয়ার্কিং কমিটি চাঁদপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানকে বহিস্কার করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঐ চিঠিটা পাঠায়েন না। চেপে যান।

এরপর শেখ রুবেল চলে যাওয়ার জন্য সিড়িতে নেমে এলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার বাবার ফুফাতো ভাইয়ের ছেলে নজিব আহাম্মেদ নজিব শেখ রুবেলের পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলে, এই রুবেল, চাঁদপুরের চেয়ারম্যান—এর কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছিস? আমার ভাগ দে।

শেখ রুবেল বলে, দূর দূর সরো, যাইতে দাও।

নজিব বলে, আমার ভাগ দে নইলে যাইতে দিমনা। বড় আপারে কইয়া দিমু। শেখ রুবেল বলে, পরে নিও, পরে নিও। এখনো হাতে পাই নাই। নজিব বলে ঠিক আছে আমারে দিবি তো?

হ্যাঁ দিমু।

জনতাকে শান্ত থাকার বজুতা

১৯৯৫ সালের ২৪শে আগষ্ট পুলিশ নিরাপদে বাড়ি পৌছে দেয়ার নাম করে ইয়াসমিন নামে ১৪ বছরের এক কিশোরীকে দিনাজপুর যাওয়ার পথে ধর্ষণ ও হত্যা করে। এই খবর জানাজানি হয়ে গেলে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ হলে, দিনাজপুরের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং দিনাজপুরের মানুষ পুলিশের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং শুরু করলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমসহ কয়েকজন জেলা নেতাকে অনতিবিলম্বে জরুরী ভিত্তিতে ঢাকায় তলব করেন। এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমসহ দিনাজপুরের পাঁচ নেতা ঢাকা এসে ৩২ নম্বর ধানমন্ডি বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্রেরি রুমে বিকেল প্রায় পাঁচটায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেন। বঙ্গবন্ধু ভবনের এই বৈঠকে বঙ্গবন্ধু কন্যা

শেখ হাসিনা আপনা-আপনি শুরু হওয়া দিনাজপুরবাসীর এই আন্দোলনকে যে কোন কিছুর বিনিময়ে প্রচলিত বিক্ষোভে রূপ দিয়ে বিক্ষোভের ঘটানোর পরামর্শ ও নির্দেশ দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বলেন দিনাজপুরবাসীর এই বিক্ষোভকে নির্দলীয় খোলাসে (আবরণে) রেখে খালেদা জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে এই গণবিক্ষোভ আরো বেগমান, আরো চাঙ্গা করে গণঅভ্যুত্থান সৃষ্টি করে খালেদা সরকারের পতন ঘটাতে হবে। এখন আর ঢাকার দিকে চেয়ে থাকলে চলবে না। এখন দিনাজপুর থেকেই শুরু করতে হবে এবং ঢাকায় এসে শেষ করতে হবে। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ করতে হবে। লাশের পর লাশ ফেলতে হবে। পুলিশের লাশও ফেলতে হবে। যত টাকা-পয়সা লাগে নিয়ে যান। তবু এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে হবে। ঐ পুলিশের মাঝে লোক আছে যাদের টাকা-পয়সা দিলে গুলি করে মানুষ মেরে লাশের স্তুপ লাগিয়ে দিবে। পুলিশের সাথেও কট্টর করবেন, টাকা-পয়সা দিবেন। মনে রাখবেন যদি এগুলো সফল করতে পারেন তাহলেই কেবলমাত্র ক্ষমতার মুখ দেখতে পারবেন। নইলে জীবনে আর আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা নিতে পারবেন না। সারা দেশে যদি এসব দাঙ্গা, হাঙ্গামা, লুটতরাজ, খুন-খারাবি ছড়িয়ে দিতে পারেন, তবেই একমাত্র যদি ক্ষমতার মুখ দেখেন। ইয়াসমিন মইরা এসব ঘটানোর একটা সুযোগ করে দিচ্ছে, এখন এটাকে কাজে লাগান। মনে রাখবেন এসব অবশ্যই হতে হবে নির্দলীয় ব্যানারে। আওয়ামী লীগ নামে বিন্দুবিসর্গও যেন না আসে। ফাল দিয়ে কেউ মঞ্চে যাবেন না। সব করবেন পিছন থেকে। পারতপক্ষে কোন ব্যাপারেই মুখ খুলবেন না। যদি মুখ খুলতেই হয় তাহলে দুনিয়ার যত ভালো কথা আছে তাই বলবেন। কাজে যাই হোক মুখে রাখবেন শুধু ভালো কথা। আর সত্যিই যদি একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটিতে দিতে পারেন, তাহলে আমি দিনাজপুরে আসব। কিন্তু ওখানে আপনাদের সাথে আমার কোন কথা হবে না। আমি শুধু বজ্রতায় বলে আসব ধৈর্য ধরুন, শান্ত থাকুন ইত্যাদি জাতীয় কথা। কিন্তু আপনারা কাজ পুরোপুরি চালিয়ে যাবেন। এখন ২০ লাখ টাকা নিয়ে যান। পরিস্থিতি বুঝে বাকি যা লাগবে ওখানেই পৌঁছে দিব। আমি শুধু কাজ চাই। টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনাদের গাড়িটাড়ির ব্যবস্থা আছে? নইলে আমি টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করে দেই।

এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমসহ অন্যান্য নেতারা বঙ্গবন্ধু কন্যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বঙ্গবন্ধু ভবন ত্যাগ করে চলে গেল রাত তখন আটটা। ওদিকে দিনাজপুরের অপরাধী পুলিশ ইয়াসমীন হত্যাকাণ্ড ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করলে দিনাজপুরের জনতা আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। বঙ্গবন্ধু ভবন থেকে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার ঠিক দুই দিন পরে, এডভোকেট আব্দুর রহিম ধানমন্ডি ৫ নম্বরে (৫ নম্বর ধানমন্ডির বাসায়) ফোন করে জননেত্রী শেখ হাসিনাকে না

পেয়ে এই বলে ম্যাসেজ বা সংবাদ দেন যে, নেত্রীকে বলবেন এখন পর্যন্ত পুলিশের কোনো লাশ পাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে এখন পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে নিহত সাত (৭) জন দিনাজপুরবাসীর লাশ পাওয়া গেছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বাসায় ফিরলে তাকে এই ম্যাসেজ বা সংবাদ দেয়া হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত স্পেশাল ব্রাঞ্চের পুলিশদের আজ আর কোনো কাজ নেই বলে বিদায় করে দিয়ে, ধানমন্ডি ৮ নম্বর রোডে তার চাচাতো চাচা শেখ হাফিজুর রহমান টোকেন—এর বাসায় গিয়ে দিনাজপুরে এ্যাডভোকেট আব্দুর রহিমের সঙ্গে কথা বলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, ঠিক আছে চালিয়ে যান। আরো জোরে চালিয়ে যান। টাকা পয়সা যা দরকার আপনি পেয়ে যাবেন। আর একটু জোরদার করেন। আমি আসছি।

অতঃপর বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দিনাজপুর গেলেন। জনতাকে শান্ত থাকার ও ধৈর্য ধরার বজ্রতা দিয়ে আবার ঢাকায় ফিরে এলেন এবং ফিরে এসে বললেন, না, যত গুড় তত মিঠা হয়নি। অর্থাৎ যত টাকা খরচ করা হয়েছে তত ফল আসেনি।

খাতা—কলম, গোলা—বারুদ ও দিগম্বর

১২ ডিসেম্বর, ১৯৯৪ সাল। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ মতিঝিল শাপলা চত্বরে ছাত্রদের মহা সমাবেশের আয়োজন করেছে। মাত্র কয়েক দিন আগে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এই মতিঝিল শাপলা চত্বরেই বিএনপি—এর ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলকে দিয়ে ছাত্রদের মহা সমাবেশ করেছেন। ছাত্রদলের এই মহা সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বজ্রতায় বলেছেন বিরোধীদলের মোকাবেলা করার জন্য ছাত্রদলই যথেষ্ট। ছাত্রদলের ঐ মহা সমাবেশের পাঁটা মহা সমাবেশ হিসেবে বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা আজকের এই ছাত্রলীগের মহা সমাবেশের আয়োজন করেছেন এবং বেগম খালেদা জিয়ার ঐ বজ্রতার পাঁটা জবাব হিসেবে শেখ হাসিনা আজ বজ্রতা করবেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বিকাল ০৪:১৫ টায় মঞ্চে উঠলেন। আজকের এই ছাত্রলীগের মহা সমাবেশের মঞ্চের একটা বিশেষ এবং উল্লেখ্যযোগ্য দিক হলো কেবলমাত্র ছাত্রলীগের নেতারা এবং একমাত্র বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য কোন আওয়ামী লীগ নেতাদের বসার ব্যবস্থা হলো না। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের নেতাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে মঞ্চে বসলেন। আওয়ামী লীগের নেতারা মঞ্চের নিচ থেকে মঞ্চে উঠে বজ্রতা দিয়ে আবার মঞ্চের নীচে চলে গেলেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা বিরোধী

দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তার বক্তৃতায় ছাত্রদের লেখাপড়ায় বিশেষ মনোযোগ দেয়ার উদার আহ্বান জানানেন এবং মঞ্চে উপস্থিত ছাত্রলীগের নেতাদের হাতে খাতা-কলম তুলে দিলেন। খাতা-কলম তুলে দেয়ার মুহূর্তে ফটো সাংবাদিকের ক্যামেরা বারবার ঝলসে উঠল। তারপরের দিন দেশের প্রায় সবগুলো জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় খাতা-কলম তুলে দেয়ার ছবি ছাপা হলো এবং ছাত্রদের লেখাপড়ায় মনোযোগ দেয়ার জন্য শেখ হাসিনার আহ্বানকে পত্রিকার শিরোনাম করা হলো। কিন্তু তার আগে ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৯৪ শুক্রবার বিকাল ০৩:০০ টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বর বঙ্গবন্ধু ভবনের লাইব্রেরি কক্ষে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ নেতা অজয় কর পঞ্চজ, হিমাংসু দেবনাথ, জ্যোতির্ময় সাহা, ত্রিবেদী ভৌমিক এবং আলমসহ মোট ০৯ জনকে ডেকে এনে সামনের আন্দোলনে প্রয়োজন হবে বলে গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র কেনার জন্য নগদ এক লক্ষ টাকা দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা বলেন, আগামী ২৮শে ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ থেকে পদত্যাগ করার পর তোমরা টাকা শহরসহ সারা দেশে নজিরবিহীন ট্রাসের সৃষ্টি করবে। খালেদা জিয়ার পতন না হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন ৫/১০টা লাশ অবশ্যই ফেলতে হবে। নইলে খালেদা জিয়ার পতন হবে না। এর জন্য যত টাকা লাগবে তোমরা পাবে। টাকার কোনো অভাব হবে না। তোমরা গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্রের বিশাল মজুদ গড়ে তুলবে। তবে টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গুলি রাখবে না। কারণ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ রেড করলে এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ও বোমা আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে। এইসব জিনিসপত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে নিরাপদ জায়গায় রাখবে।

আর একটা দায়িত্ব তোমরা সিরিয়াসলি পালন করবে। সেটা হলো এই যে, ইস্কাটন গার্ডেন রোড এবং ইডেন কলেজের পশ্চিম পার্শ্বে যে কোয়ার্টারগুলো আছে, সেগুলো সব সচিব, উপ-সচিবদের। আমি (শেখ হাসিনা) হরতাল দিলেও এই সচিব উপ-সচিবরা পায়ে হেঁটে ঠিকই সচিবালয়ে যায়। এরপর যখন আমি হরতাল দেবো, তোমরা এদের বাসার কাছে গুঁত পেতে থাকবে, সেক্রেটারিরা (সচিবরা) হেঁটে হেঁটে সেক্রেটারিয়েট যেতে থাকবে। পথিমধ্যে তোমরা ওদের কাপড়-চোপড় খুলে ন্যাংটা করে ফেলবে।

ছাত্রলীগ নেতারা বলল, আমাদের দুই গ্রুপে ভাগ করে দেন। এক গ্রুপ গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্রের দায়িত্বে থাকি। আর অন্য গ্রুপ সচিবদের উলঙ্গ করার দায়িত্বে থাকুক।

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা তখন আলমকে সচিবদের নেংটা করার দায়িত্ব দিলেন।

এরপর অনেক হরতাল যায়, কিন্তু সচিবদের নেংটা করা হয় না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার পক্ষ থেকে সচিবদের কাপড় খুলে উলঙ্গ করার দায়িত্বপ্রাপ্ত

আলমকে বারবার তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও যখন সচিবরা উলঙ্গ হচ্ছে না, তখন তিনি (শেখ হাসিনা) ঢালাওভাবে যাকে কাছে পান তাকেই সচিবদের নেংটা করার দায়িত্ব দিতে থাকেন। কিন্তু তারপরও সচিবরা উলঙ্গ হচ্ছে না দেখে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ভয়ানক রেগে গেলেন এবং সচিবদের উলঙ্গ করার মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত আলমকে নগদ বিশ হাজার টাকা দিয়ে বললেন, এই বিশ হাজার টাকা এখন দিলাম। বাকি আরো ত্রিশ হাজার টাকা সচিবদের নেংটা করার জন্য দেবো এবং পরের হরতালেই নেংটা করতে হবে। নইলে পুরা টাকা ফেরত দিতে হবে।

ঠিকই পরের হরতালেই আলম টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দোয়েল চত্বরের সামনে একজনকে উলঙ্গ করে ফেলল, ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নাম্বার বাড়িতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে এই উলঙ্গ করার সফলতার সংবাদ পৌঁছলে তিনি খুশিতে মিষ্টি খাওয়ানোর জন্য আলমকে ডেকে আনতে লোক পাঠান। কিন্তু আলম ততক্ষণে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। তার পরের দিন দেশের সকল সংবাদপত্রের দিগম্বর শিরোনামে ছবিসহ খবর ছাপা হয়। জানা যায়, এই উলঙ্গ বা দিগম্বরের শিকার হওয়া ব্যক্তি একজন সচিব (সেক্রেটারি) নন। তিনি বাংলাদেশের একজন অতি সাধারণ নাগরিক। গোবেচারা পাবলিক।

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে ক্ষমতা দখলের প্রস্তাব

কোনো আন্দোলনে, কোনো সংগ্রামেই কাজ হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একতরফাভাবে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি সপ্তম পার্লামেন্টের নেত্রী হচ্ছেন এবং ২য় বারের মতো সংবিধান অনুযায়ী সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন।

সপ্তম পার্লামেন্ট নির্বাচন বিএনপি'র পুনরায় সরকার গঠন এবং খালেদা জিয়ার পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হওয়া কিছুতেই যখন ঠেকানো যাচ্ছে না তখন বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১৭ই জানুয়ারি, ১৯৯৬ সন্ধ্যায় শেখ রেহানার ননদের গুলশানের বাড়িতে কর্নেল তারেক সিদ্দিকী (শেখ রেহানার ভাসুর, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষমতা এসেই সর্বপ্রথম তারেক সিদ্দিকীকে কর্নেল থেকে বিত্রেডিয়ার পদোন্নতি দেন এবং তার নিজস্ব সামরিক স্টাফ নিয়োগ করেন।) এর সাথে গোপনে আলোচনা করেন এবং তারেক সিদ্দিকীর মাধ্যমে সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম (বীর বিক্রম)—কে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার প্রস্তাব দেন। অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল নাসিমকে সামরিক অভ্যুত্থান করে বেগম খালেদা জিয়া সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করার প্রস্তাব দেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তার নিজের তরফ থেকে এবং তার দল আওয়ামী লীগের তরফ থেকে সেনাবাহিনী প্রধান

জেনারেল নাসিমকে ক্যু করার ব্যাপারে সার্বিক নিঃশর্ত সমর্থন ও সর্বপ্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করার পূর্ণ আশ্বাস দেন। ১৯৮২ সালে বিএনপি সরকার উৎখাত করার জন্য বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা তখনকার সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদকে যেভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে ১৯৯৬ এর মধ্য জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেনাপ্রধান জেনারেল নাসিম (বীর বিক্রম) –কে ক্ষমতা দখল করার জন্য সাহায্য-সহযোগিতা ও সমর্থনের আশ্বাস দিলেন। কিন্তু এবার সেনাবাহিনী প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিম (বীর বিক্রম) বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার প্রস্তাবে সায় না দিয়ে উপরন্তু বলে পাঠালেন, আমি পেশাদার সৈনিক। পেশাদার সৈনিকের পেশাদার সৈনিকই থাকা উচিত এবং দেশে বর্তমানে যা চলছে তা রাজনৈতিক সংকট। রাজনীতিবিদদেরই এই রাজনৈতিক সংকট রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা ও নিরসন করতে হবে। সেনাবাহিনী এই সংকটে জড়িত হয়ে নতুন সংকট সৃষ্টি করবে না।

এরপরে জননেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা প্রচণ্ড হতাশ হয়ে এই দেশে আর থাকা যাবে না বলে মন্তব্য করেন।

পুলিশের লাশ চাই, মেলেটারির লাশ চাই

আজ ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬। সকাল ৯ টা। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডি ৫ নম্বর রোডের ৫৪ নাম্বার—এ তাঁর নিজ বাসভবনের দ্বিতীয় তলায় ভিডিআইপি ড্রয়িং রুমে ছাত্রলীগ সভাপতি এনামুল হক শামীম, সাধারণ সম্পাদক ইসাহাক আলী খান পান্না, নারায়ণগঞ্জের শামীম ওসমান (বর্তমানে আওয়ামী লীগ এমপি) অজয় কর পঙ্কজ, নিরঞ্জন সাহা, দিপঙ্কর, অসিম, সাধন দাস সহ মোট এগার (১১) জনকে নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, খুবই জরুরী এবং খুবই গোপন বৈঠকে বসেছেন। আসছে আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এককভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন করতে যাচ্ছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এই নির্বাচন বানচাল করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে মাঠে নেমেছেন। জীবন-মরণ লড়াই। আজ বিকেল ০৩:০০ টায় পাছপথে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার সমাবেশ এবং এই সমাবেশ শেষে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বাসভবন অভিমুখে মিছিল হবে। এই সমাবেশ ও মিছিলের বিষয়েই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বৈঠকে বসেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত জরুরী, অত্যন্ত গোপনীয় এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ও কর্মসূচী দেয়ার জন্যই এই বৈঠকে বসেছেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী আওয়ামীলীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে ভীষণ চিন্তিত ও মলিন দেখাচ্ছে।

কেউ কোনো কথা বলছে না। তিনিও কোনো কথা বলছেন না। সবাই চুপ করে বসে আছে। মনে হচ্ছে যেন, যুদ্ধে পরাজিত রাজাহারা রাণী আর তার সৈনিকেরা বসে আছে। হঠাৎ কান্না বিজড়িত বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আজ আমার একটি ভাইও বেঁচে নেই। যদি একটি ভাইও বেঁচে থাকত, তাহলে আমি যে নির্দেশ দিতাম যে কর্মসূচী দিতাম তা অবশ্যই পালন হতো। তোমরা কি আমার ভাই হতে পার না? আমি তো তোমাদের ভাই—ই মনে করি। তোমাদের মাঝেই আমার হারিয়ে যাওয়া ভাইদের খুঁজে পেতে চাই। কিন্তু তোমরা কি আমাকে বোন মনে করো? যদি তোমরা আমাকে বোন মনে করো, যদি সত্য সত্যিই তোমরা আমার হারিয়ে যাওয়া ভাই হও। তাহলে এই কঠিন দিনে, কঠিন কর্মসূচী পালন করার জন্য প্রস্তুত হও।

সকলেই আমার সাথে শপথ নেও, বলেই উপস্থিত সকলকে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা শপথ করালেন এবং উপস্থিত সকলেই শপথ নিল। শেখ হাসিনা শপথ বাক্য উচ্চারণ করলেন, “আমরা শপথ নিতেছি যে, যে কোনো ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করার জন্য আমরা জীবন উৎসর্গ করলাম। এবং আমরা আরো শপথ করিতেছি যে, আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনার যে কোনো ধরনের নির্দেশ তা যত কঠিনই হোক না কেন জীবন দিয়ে পালন করব।”

শপথ বাক্য পাঠ শেষ হলে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বললেন, আজ আমি দশ (১০) টা পুলিশের লাশ চাই। ৫(পাঁচ) টা মেলেটারির লাশ চাই।

পুলিশের লাশ চাওয়া বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নতুন কিছু নয়। অতীতে বহুবার তিনি পুলিশের লাশ চেয়েছেন। কিন্তু আজকের মতো এত আনুষ্ঠানিকতা এত নাটকীয়তা করে অতীতে কখনো তিনি পুলিশের লাশ চাননি। অতীতে তিনি (শেখ হাসিনা) মাঝে মাঝেই বলতেন, পুলিশের লাশ চাই। পুলিশের লাশ চাই। কিন্তু কাউকে নির্দিষ্ট করে বলতেন না। খুব কড়া করে বলতেন না। হঠাৎ বিড়বিড় করে কথাগুলো বলতে থাকতেন। বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা বিড়বিড় করে পুলিশের লাশ চাই, পুলিশের লাশ চাই বলতে থাকলেও কেউ তা শুনত না, তা নয়। উপস্থিত সকলেই তা শুনত। কিন্তু কেউই তা গুরুত্ব দিত না এবং পালন করত না। বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা “পুলিশের লাশ চাই, পুলিশের লাশ চাই” কথাগুলো হাওয়ার উপর ছেড়ে দিতেন। আর উপস্থিত সকলেই তার (শেখ হাসিনার) ন্যায় হাওয়াতেই কথাগুলো মিলিয়ে যেতে দিত। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা মন থেকেই এমন কিছু ঘটানোর জন্যই কথাগুলো বলতেন। অথচ কেউই শেখ হাসিনার কথা পালন করত না। পুলিশের লাশ ফেলত না। আর সেই জন্য আজ ১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬ এত আনুষ্ঠানিকতা আর এত ভাব-গম্ভীর পরিবেশে শপথের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা ১০টা পুলিশের আর ৫টা মেলেটারির